কাটাতে শুরু করেছে মেহেরপুরের তেল সংকট

মেহেরপুরে সাম্প্রতিক তেল সংকট কাটিয়ে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরছে জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থা। দীর্ঘ লাইনের ভোগান্তি, তেলের সংকট ও অনিশ্চয়তার পর এখন পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত হওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে।

জেলার বিভিন্ন ডিলার পয়েন্ট ও ফিলিং স্টেশনগুলোতে নিয়মিতভাবে পেট্রোল, অকটেন ও ডিজেল পাওয়া যাচ্ছে। কয়েকদিন আগেও যেখানে তেল নিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হতো, সেখানে এখন পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক। পাম্পগুলোতে ভিড় কমে গেছে; কোথাও কোথাও গ্রাহক খুঁজে তেল বিক্রি করতে হচ্ছে বলেও জানা গেছে।

সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম জানান, প্রশাসনের কঠোর নজরদারি, সরবরাহ বৃদ্ধি এবং বাজার পরিস্থিতির উন্নতির ফলে এ ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। তিনি বলেন, “বর্তমানে তেলের সরবরাহ স্বাভাবিক রয়েছে। ভোগান্তি কমাতে আমরা নিয়মিত মনিটরিং করছি এবং বাজার স্থিতিশীল রাখতে কাজ করে যাচ্ছি।”

ট্যাগ অফিসার ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা এখনো মাঠে সক্রিয় থাকলেও আগের মতো চাপ নেই। তাদের উপস্থিতি সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

এদিকে, সাম্প্রতিক বৃষ্টিপাতের কারণে কৃষকদের ডিজেলের চাহিদা কিছুটা কমেছে, যা বাজারে চাপ কমাতে ভূমিকা রেখেছে। ফলে সামগ্রিকভাবে জ্বালানি বাজারে স্থিতিশীলতা ফিরে এসেছে।

গাংনীতে পাওনা টাকা চাওয়া নিয়ে

সংঘর্ষ,আহত ৩

মেহেরপুরের গাংনীতে পাওনা টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে উভয় পক্ষের তিনজন আহত হয়েছে। ভাঙচুর করা হয়েছে সখের ব্যাবহৃত মোটরসাইকেল ও ঘরে থাকা আসবাবপত্র। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে।

জানা গেছে, গাংনী উপজেলার রামনগর গ্রামের মৃত ফজলু শাহ-র ছেলে জীবনের কাছে টাকা পায় ওই গ্রামের রবি। আজ সোমবার বেলা ১১ টার দিকে রবি তার পাওনা টাকা চাইতে গেলে জীবনের সাথে বাক-বিতন্ডা শুরু হয়।

এসময় জীবন ও শীলন দুই ভাই রবির উপর দেশীয় ধারালো অস্ত্র দিয়ে হামলা চালিয়ে আহত করে।

এ ঘটনায় উত্তেজিত হয়ে রবির পক্ষের লোকজন পাল্টা হামলা চালিয়ে জীবনের মোটরসাইকেল ও ঘরের আসবাব পত্র ভাঙচুর করে।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে পুলিশ।

এতে উভয় পক্ষের আহত হয়েছে তিনজন ৷ আহত রবিকে উদ্ধার করে চিকিৎসা জন্য হাসপাতালে প্রেরণ করেছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি উত্তম কুমার দাস জানান, সংঘর্ষের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মেহেরপুরকে অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে নিতে সকলের সহযোগিতা চান জেলা প্রশাসক

মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সঙ্গে গাংনী উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা, মুক্তিযোদ্ধা, জুলাই যোদ্ধা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ,

সাংবাদিক, শিক্ষক, সুশীল সমাজসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার নেতৃবৃন্দের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার বেলা সাড়ে ১১টার সময় গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাকক্ষে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়।

কৃষিপ্রধান মেহেরপুরে কৃষিতে সমৃদ্ধি আনতে এবং কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে নানা পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানান জেলা প্রশাসক। একই সঙ্গে প্রকৃত কৃষকরা যাতে সরকারের সকল সুবিধা পেয়ে নতুন নতুন ফসল উৎপাদন করতে পারেন, সে বিষয়েও কাজ করার অঙ্গীকার করেন তিনি। সেই সঙ্গে মেহেরপুরের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নয়নে কাজ করতে রাজনীতিবিদ, সাংবাদিকসহ সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

এ সময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস।

গাংনী উপজেলার ওপর প্রামাণ্যচিত্র উপস্থাপন করেন উপজেলা কৃষি অফিসার মতিয়ার রহমান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন।

গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপারভাইজার আব্দুল্লাহ আল মাসুমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালু, উপজেলা জামায়াতের আমীর ডা. মো. রবিউল ইসলাম, উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, এনসিপির মেহেরপুর জেলা শাখার সদস্য সচিব মোজাহিদুল ইসলাম, সন্ধানী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আবু জাফর, পলাশীপাড়া সমাজকল্যাণ সমিতির নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন এবং মেহেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি হাফিজুর রহমান বকুলসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মতবিনিময় সভায় গাংনীর সাব-রেজিস্টার অফিসের নানা অনিয়ম নিয়ে জেলা প্রশাসককে অবহিত করেন গাংনীবাসী। গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নয়নের দাবি জানান উপস্থিত অনেকে।

[redacted]: [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

গ্রিক ঐতিহাসিকদের বর্ণনা অনুযায়ী, এই অস্বীকৃতির পেছনে একটি বড় কারণ ছিল পূর্বদিকে অবস্থিত গঙ্গাঋদ্ধি সাম্রাজ্যের ভীতিজাগানিয়া সামরিক শক্তির খবর। ডিওডোরাস ও প্লুটার্কের মতে, গঙ্গাঋদ্ধিদের ছিল প্রায় ৪,০০০ প্রশিক্ষিত যুদ্ধ-হস্তী, ২০,০০০ অশ্বারোহী এবং দুই লক্ষ পদাতিক সৈন্য।

এখানে মনে রাখা জরুরি, গ্রিক লেখকরা প্রায়ই শত্রুপক্ষের শক্তিকে বাড়িয়ে বলতেন যাতে নিজেদের কৃতিত্ব বড় দেখায়। সংখ্যাটা অতিরঞ্জিত হলেও এটুকু নিশ্চিত যে গঙ্গাঋদ্ধির বাহিনী ছিল বিশাল ও সুসংগঠিত। আলেকজান্ডার পারস্যে মাত্র কয়েক ডজন হাতির মুখোমুখি হয়েই বেকায়দায় পড়েছিলেন। ৪,০০০ হাতির কথা শুনে তাঁর যুদ্ধক্লান্ত সেনাদের মনোবল ভেঙে যাওয়া স্বাভাবিক।

ফলে আলেকজান্ডার আর বাংলা অভিমুখে অগ্রসর না হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হন। তবে এখানে উল্লেখ্য যে, আলেকজান্ডার প্রকৃতপক্ষে বাংলার মাটিতে পা রাখেননি। তিনি পাঞ্জাবের বিপাশা নদী পর্যন্তই এসেছিলেন। কিন্তু গঙ্গাঋদ্ধির শক্তির খ্যাতি তাঁর অগ্রযাত্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব ফেলেছিল, এটি ঐতিহাসিক সত্য।

গঙ্গাঋদ্ধির ভৌগোলিক অবস্থান ও বিতর্ক
গঙ্গাঋদ্ধির সঠিক সীমানা নিয়ে আজও ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক আছে। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতে, এই সাম্রাজ্য গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের বদ্বীপ, অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বিস্তৃত ছিল। এর কেন্দ্র ছিল বর্তমান ঢাকা, ফরিদপুর, যশোর, কুষ্টিয়া ও মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে।

প্লিনির বর্ণনায় বলা হয়েছে যে গঙ্গাঋদ্ধির রাজধানীর নাম ছিল ‘গঙ্গে’। চন্দ্রকেতুগড়, মহাস্থানগড় ও ওয়ারী-বটেশ্বরের মতো প্রত্নস্থলে যে উন্নত নগর সভ্যতার চিহ্ন মিলেছে, গবেষকরা সেগুলোকেই সম্ভাব্য কেন্দ্র বলে মনে করেন। তবে এখনো প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণের অভাবে সঠিক অবস্থান নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি।

আরেকটি বড় প্রশ্ন: গঙ্গাঋদ্ধি কি স্বাধীন রাজ্য ছিল, না মগধের নন্দ বংশের অধীনস্থ মহাজনপদ? প্লুটার্ক যখন ‘প্রাসিয়ই ও গঙ্গারিডই’ একসাথে উল্লেখ করেন, তখন অনেকে ধরে নেন এরা নন্দদের অধীন ছিল। আবার কারো মতে, আলাদা শাসক ও বিশাল সেনাবাহিনীর

উল্লেখ প্রমাণ করে এটি স্বতন্ত্র ও পরাক্রমশালী রাষ্ট্র ছিল। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসতে আরও খনন ও গবেষণা জরুরি।

অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা ও কৃষি ঐশ্বর্য
গঙ্গাঋদ্ধির শক্তির মূল ভিত্তি ছিল এর অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা। গঙ্গা-পদ্মা-ব্রহ্মপুত্রের উর্বর পলি এই অঞ্চলকে করে তুলেছিল অত্যন্ত শস্যশ্যামল ও বিত্তবান। প্রাচীন গ্রিক লেখকরা উল্লেখ করেছেন যে এই অঞ্চলে বছরে একাধিকবার প্রচুর ফসল ফলত এবং খাদ্যশস্যের কোনো অভাব ছিল না। এই কৃষি-ঐশ্বর্যই তাদের একটি বিশাল স্থায়ী সেনাবাহিনী ও হস্তীবাহিনী লালন-পালনের সামর্থ্য দিয়েছিল।

কৃষির পাশাপাশি এই অঞ্চলে পশুপালন, মৎস্য আহরণ এবং কুটিরশিল্পও উন্নত ছিল। বিশেষত তাঁত শিল্প ছিল অত্যন্ত উন্নতমানের।

বাণিজ্য ও শিল্পে গঙ্গাঋদ্ধি
গঙ্গাঋদ্ধি কেবল কৃষিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক কেন্দ্র। নৌপথে এই অঞ্চলের আধিপত্য ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। গঙ্গা নদী ছিল তাদের প্রধান বাণিজ্যপথ।

এই অঞ্চল থেকে উৎপাদিত সূক্ষ্ম সুতি বস্ত্র, যা পরবর্তীকালে মসলিন নামে বিখ্যাত হয়, রপ্তানি হতো রোমান সাম্রাজ্যসহ ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে। এছাড়া মসলা, রেশম, হাতির দাঁত এবং মূল্যবান পাথরও রপ্তানির তালিকায় ছিল। বঙ্গোপসাগরের উপকূল থেকে জাহাজে করে পণ্য যেত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, আরব এবং পূর্ব আফ্রিকায়।

প্লিনি তাঁর ‘Natural Historia’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে গঙ্গাঋদ্ধি থেকে উৎকৃষ্ট মানের মুক্তা ও সূক্ষ্ম বস্ত্র রোমে আমদানি হতো। এই সম্পদশালী বাণিজ্যের বিনিময়ে রোমান সোনার মুদ্রা এই অঞ্চলে প্রবাহিত হতো, যা স্থানীয় অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করত।

সামরিক শক্তি ও যুদ্ধ কৌশল
গঙ্গাঋদ্ধির সামরিক শক্তির প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল তার বিশাল হস্তীবাহিনী। প্রাচীন ভারতীয় যুদ্ধকৌশলে হাতি ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র। গ্রিক ঐতিহাসিকদের বর্ণনা অনুযায়ী, গঙ্গাঋদ্ধির কাছে ছিল প্রায় ৪,০০০ যুদ্ধ-হস্তী। এই সংখ্যা তৎকালীন বিশ্বের যে কোনো রাজ্যের চেয়ে বেশি ছিল।

আসুন, আমরা আমাদের শেকড়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হই এবং গর্বের সঙ্গে জানাই: আমরা অপরাজেয় গঙ্গাঋদ্ধির বংশধর। আমাদের মাটি এমন এক সভ্যতার জন্মভূমি যা কখনো মাথা নত করেনি এবং যা ছিল জ্ঞান, সম্পদ ও শৌর্যে সমুজ্জ্বল। এক সত্যিকারের সোনার বাংলা।

গাংনীতে টাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ দুই মাদককারবারী যুবক আটক

মেহেরপুরের গাংনীতে মাদকবিরোধী অভিযানে চালিয়ে ১০০ পিস টাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ মুন্না শেখ (২২) ও সজল ইসলাম(২১) নামের দুই যুবককে আটক করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি দল।

রবিবার দুপুরে গাংনী-মেহেরপুর সড়কের হলপাড়া নামক এলাকায় ব্যাটারীচালিত অটোবাইকে তল্লাশী করে তাদের আটক করা হয়।

আটক মুন্না শেখ মেহেরপুর পৌরসভাধীন কাথুলী মোড় এলাকার মনিরুল ইসলামের ছেলে এবং সজল আলী একই এলাকার জাহিদুল ইসলামের ছেলে।

মাদকদ্রব্য সূত্রে জানা গেছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এসআই রহমত আলীর নেতৃত্বে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের একটি দল সন্দেহজনক হওয়ায় একটি ব্যাটারীচালিত অটোবাইকের গতিরোধ করে। এসময় যাত্রীদের মধ্যে দুই যাত্রীকে তল্লাশী করলে তাদের কাছ থেকে টাপেন্টাডল ট্যাবলেট পাওয়া যায়। এবং ১০০ পিস টাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ তাদের দুজনকে আটক করা হয়। আটককৃতদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দিয়ে গাংনী থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সীমান্তে প্রায় ১০ হাজার পিচ ইয়াবা উদ্ধার

মেহেরপুর ও কুষ্টিয়া সীমান্ত এলাকায় পৃথক অভিযান চালিয়ে প্রায় ৩৭ লাখ ৪০ হাজার টাকা মূল্যের বিপুল পরিমাণ মাদক ও ভারতীয় চোরাচালান পণ্য জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (৪৭ বিজিবি)।

রবিবার (২৬ এপ্রিল) দিনব্যাপী পরিচালিত এসব অভিযানে ইয়াবা, মদ, গাঁজা ও নেশাজাতীয় ওষুধ উদ্ধার করা হয়।

বিজিবি সূত্রে জানা যায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রবিবার দুপুরে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) সদর থেকে একটি বিশেষ টহল দল মিরপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অভিযান চালায়। এ সময় মেহেরপুর থেকে কুষ্টিয়াগামী ‘আলহাজ্ব এন্টারপ্রাইজ’ নামের একটি যাত্রীবাহী বাসে তল্লাশি চালিয়ে মালিকবিহীন অবস্থায় ৯ হাজার ৯৭০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত ইয়াবার আনুমানিক মূল্য ২৯ লাখ ৯১ হাজার টাকা।

একই দিন ভোরে কাজীপুর বিওপির একটি দল কাজীপুর বর্ডারপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২০ বোতল ভারতীয় মদ, ৯০০ পিস ডেক্সামেথাসন এবং ৬০০ পিস সিপ্রোহেপ্টাডিন ট্যাবলেট জব্দ করে। যার বাজারমূল্য প্রায় ৪ লাখ ৮০ হাজার টাকা।

এছাড়া প্রাগপুর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ গরুরা মাঠ এলাকা থেকে ২ লাখ ৫৫ হাজার ২০০ টাকা মূল্যের ৪ হাজার ৬৪০ প্যাকেট ভারতীয় পাতার বিড়ি এবং জামালপুর বিওপির ধর্মদাহ মাঠ এলাকা থেকে ৪ কেজি ভারতীয় গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের (৪৭ বিজিবি) অধিনায়ক জানান, জব্দকৃত এসব চোরাচালান পণ্যের সর্বমোট আনুমানিক মূল্য ৩৭ লাখ ৪০ হাজার ২০০ টাকা।

তিনি আরও বলেন, “সীমান্ত সুরক্ষা এবং মাদক ও চোরাচালান প্রতিরোধে বিজিবি সবসময় জিরো টলারেন্স নীতি বাস্তবায়ন করে আসছে।

দেশের যুবসমাজকে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা এবং জাতীয় নিরাপত্তা বজায় রাখতে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।”

মেহেরপুর প্রশিকার সাবেক কর্মী টুটুল কারাগারে

১৪ লাখ ২৪ হাজার টাকা আত্মসাতের আসামির সামসুজ্জামান টুটুলকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত।

গত ২৩ এপ্রিল বৃহস্পতিবার মেহেরপুর সদর আমলি আদালতে হাজির হয়ে জামিন আবেদন করলে আদালত তার জামিন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

গত ১৭ এপ্রিল মেহেরপুর সদর থানায় প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রের বিভাগীয় ব্যবস্থাপক ওসমান গণি বাদি হয়ে সংস্থার সাবেক কর্মী সামসুজ্জামান টুটুলের বিরুদ্ধে এ মামলা দায়ের করেন। যার নম্বর-২১।

মামলার বাদি ওসমান গণি এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মামলায় আসামি পক্ষে অ্যাড. মারুফ আহমেদ বিজন ও বাদি পক্ষে অ্যাড. এহান উদ্দিন মনা আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

মামলার এজাহারে জানা গেছে, আসামী সামসুজ্জামান টুটুল প্রশিকা মেহেরপুর সদর অফিসের একজন সাবেক কর্মী। আসামী চাকুরীতে যোগদান করার পরে মাঠ পর্যায়ে ঋণ বিতরণকালে বিভিন্নভাবে আর্থিক অনিয়মে জড়িয়ে পড়ে।

আমি সহ আমার অফিসের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ তাকে অনিয়মের বিষয়ে সতর্ক করতে থাকি। তাকে আমরা কোন ভাবে নিবারণ করতে না পেরে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে আসামীকে নিয়ে আমাদের অফিসে ২৩ ফেব্রুয়ারি মাঠ পর্যায়ে তার প্রদত্ত লোন এবং কাগজে কলমে লোনের স্থিতির হিসাব করতে বসি।

হিসাব কালে দেখা যায় মাঠ পর্যায়ে তার প্রদত্ত লোন এবং স্থিতির মধ্যে ১৪ লাখ ২৪ হাজার ২৩৫ টাকা ঘাটতি আছে। এই পরিমান টাকা সে লোন প্রদানের নামে বিভিন্ন উপায়ে প্রতারণা পূর্বক আত্মসাৎ করেছে। আসামীকে এ বিষয়ে কাগজে কলমে বুঝিয়ে দিলে তিনি সেটি মেনে নেন এবং আত্মসাৎকৃত টাকা অফিসে ফেরত দেবার জন্য এক মাসের সময় চান।

আমি এবং আমার অফিস কর্তৃপক্ষ বিষয়টি আলোচনা করে মানবিক কারণে তাকে এক মাসের সময়ে প্রদান করি এবং তার আবেদনের প্রেক্ষিতে তাকে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হয়।

এজাহারে আরও বলা হয়, এ ঘটনার প্রেক্ষিতে গত ৬ এপ্রিল দুপুর পৌনে ৩টার দিকে মেহেরপুর শহরের মল্লিকপাড়াস্থ আমাম হোসেন মিলুর তিন তলা ভবণের দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত প্রশিকা অফিসে আসামী এসে হাজির হয়।

তাকে অফিসের টাকা পরিশোধ করিতে বলিলে তিনি টাকা যোগাড় করতে পারেনি বলে আরো কিছু দিনের সময় চায়। আমরা তাকে সময় দিতে অপরাগতা প্রকাশ করিলে সে উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং এক পর্যায়ে চিৎকার করে বলে যে তোরা আমার কাছে কোন টাকাই পাবিনা, আমি কোন টাকাই দিতে পারবো না বলে সে টাকার কথা অস্বীকার করে দম্ভের সাথে অফিস থেকে চলে যায়।

একই ঘটনায় প্রশিকার আরেক কর্মী রীতা সাহা সামসুজ্জামান টুটুলের স্ত্রী পপি খাতুন, আবু আক্তার করণ ও রাশেদ খান মিলনের বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর থানায় একডি জিডি করেন। যার নম্বর-৮০৬। জিডিতে তিনি উল্লেখ করেন, ৬ এপ্রিলের ঘটনায় তিনি প্রতিবাদ করলে অভিযুক্তরা তাকে অশ্লিল ভাষায় গালাগাল করেন এবং নানরকম হুমকি দেন।

মেহেরপুরে ৫০-৫৫ কোটি টাকার

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

আরেক চাষি সিরাজ হোসেন বলেন, “গত বছরের তুলনায় এ বছর ফলন বেশি হবে। পোকামাকড় দমনে নিয়মিত ওষুধ প্রয়োগ করছি। তবে দানা আসার পর বাদুড় ও পাখির উপদ্রব বেড়ে যায়। তাই ঝুঁকি এড়াতে অনেক সময় আগাম বাগান বিক্রি করে দিতে হয়।”

জেলার বড় লিচু ব্যবসায়ী নাজমুল হোসাইন জানান, “এ বছর বাগানগুলোতে ভালো ফলন হয়েছে। আগাম কয়েকটি বাগান কিনেছি। মৌসুমজুড়ে আরও বাগান ও কাউন হিসেবে লিচু কেনা হবে। মেহেরপুরের লিচুর চাহিদা সবসময়ই বেশি।”

আরেক ব্যবসায়ী খাইরুল ইসলাম গোলাপ বলেন, “আগাম লিচু বাজারে উঠলেই পাইকারদের ভিড় বাড়ে। এ বছরও ভালো ব্যবসার আশা করছি। দাম স্থিতিশীল থাকলে ব্যবসায়ী ও চাষি উভয়ই লাভবান হবেন।”

মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক সনজীব মৃধা বলেন, “গত বছরের তুলনায় এ বছর গাছে লিচুর গুটি বেশি এসেছে। ৫০-৫৫ কোটি টাকার লিচু বিক্রির সম্ভাবনা রয়েছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তর যদি বিদেশে বাজার তৈরি করতে পারে, তবে চাষিরা আরও বেশি লাভবান হবেন।”

তিনি আরও জানান, মানসম্মত লিচু উৎপাদনে কৃষকদের নিয়মিত পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে এবং উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তারা সার্বক্ষণিক বাগান মনিটরিং করছেন।

মেহেরপুরে চোরাচালান ও মাদকবিরোধী অভিযান, জেল-জরিমানা

মেহেরপুরে চোরাচালান ও মাদকবিরোধী টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনা করেছে জেলা প্রশাসন। শনিবার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে পুলিশ, আনসার বাহিনী ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সমন্বয়ে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযানটি সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়ন, পাসপোর্ট অফিসের সামনে, কলেজ মোড়, গোরস্থানপাড়া এবং শ্যামপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় চালানো হয়।

অভিযানকালে বিভিন্ন স্থানে যানবাহন তল্লাশি করা হয়। সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ লঙ্ঘনের দায়ে দুইজন চালককে মোট ২ হাজার ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

এছাড়া গোরস্থানপাড়া এলাকায় এক ব্যক্তিকে মাদক সেবনরত অবস্থায় আটক করা হয়। পরে তাকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ এর ৩৬(৫) ধারা অনুযায়ী ১০০ টাকা অর্থদণ্ড এবং ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

অভিযান শেষে শ্যামপুর ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের রামনগর গ্রামে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। এসময় বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০-এর ৭ক(ঙ) উপধারা লঙ্ঘনের অপরাধে একজনকে ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

জেলা প্রশাসন জানিয়েছে, জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

গাংনীতে এতিম ও প্রতিবন্ধী শিশুদের সম্মানে বিশেষ আপ্যায়ন

“মানবিকতার টানে, হাসুক প্রতিটি মুখ” এই স্লোগানকে সামনে রেখে কসবা ব্লাড ব্যাংক ও জনকল্যাণ সংস্থার উদ্যোগে এতিম ও প্রতিবন্ধী শিশুদের সম্মানে এক বিশেষ আপ্যায়ন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার দুপুরে গাংনী উপজেলার কসবা গ্রামে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী, টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের